সরস্বতীতন্ত্র

(মূল ও অনুবাদ সমেত)

শ্রীমৎ পূর্ণানন্দগিরি কুলোদ্ভব

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

ও

শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ

সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ।। কলিকাতা – ৯

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

সরস্বতীতন্ত্র মুদ্রিত হইল। তিনখানা হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকের সাহায্যে এবং গ্রন্থান্তরধৃত পাঠ পরিদর্শনে উহার পরিশোধন সম্পন্ন হইয়াছে। পুস্তক- ত্রয়ের মধ্যে "ক" চিহ্নিত পুস্তক ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কেন্দুয়া থানার অধীন আশুজিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে সংগৃহীত। উক্ত পুস্তকের উপরে টিপ্পনী এবং অন্বয়বোধক চিহ্ন আছে। "খ" পুস্তক পাবনা জেলার অন্তর্গত সালিখা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের নিকট হইতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক সংগৃহীত ; এই পুস্তকেও টিপ্পনী আছে। "গ" পুস্তক ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কেন্দুয়া থানার অধীন বাড়রী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত ; ইহাতেও মধ্যে মধ্যে টিপ্পনী দেখিতে পাওয়া যায়। পুস্তকোপরি টিপ্পনী এবং অন্বয় চিহ্ন দর্শনে মনে হয় , চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে এই তন্ত্রের পঠন পাঠন প্রচলিত ছিল৷ ইহাও বলা আবশ্যক যে, পঠন পাঠনের নিদর্শন সত্ত্বেও পুস্তকত্রয় মধ্যে অশুদ্ধির এবং পরস্পর পাঠ বৈষম্যের অভাব নাই। তিনখানা পুস্তকের মধ্যে "ক" পুস্তকই অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। যে পাঠ সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই আমরা মুলে সন্নিবেশিত করিয়াছি এবং পাঠান্তর নিম্নভাগে নিহিত করিয়াছি।

টিপ্পনীর এবং গুরূপদেশের সাহায্যে উহার অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে। মানবসুলভ ভ্রান্তির পরিচয় পাইলে সুধীগণ অনুগ্রহ পূর্বক তাহা জ্ঞাপন করিয়া -বাধিত করিবেন ; তাহা হইলে ভবিষ্যতে উহা বিদূরিত হইতে পারিবে।

শ্রী গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ
শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ

গ্রন্থবিবরণ

এই ক্ষুদ্রকায় তন্ত্রে ছয়টিমাত্র পটল এবং একশত ছয়টি শ্লোক আছে। তন্মধ্যে প্রথম পটলে ১৭, দ্বিতীয় পটলে ২৪, তৃতীয় পটলে ১৪, চতুর্থ পটলে ১৪, পঞ্চম পটলে ২৩, এবং ষষ্ঠ পটলে ১৪টি শ্লোক আছে।

উপাসনার প্রধান অঙ্গ জপযজ্ঞের আবশ্যক অঙ্গগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পার্বতী উহার প্রশ্নকর্ত্রী এবং ঈশ্বর উত্তরদাতা।

প্রথম পটলে-মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য এবং যোনিমুদ্রা, এই কয়টি বিষয় বলিবার জন্য দেবীর প্রশ্ন এবং ঈশ্বর কর্তৃক মন্ত্রার্থস্বরূপ কথন।

দ্বিতীয় পটলে-মহাদেব বলিয়াছেন যে, মন্ত্রচৈতন্যস্বরূপ লিঙ্গাগমে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং যোনিমুদ্রাস্বরূপ পূর্বেই রুদ্রযামলে কথিত হইয়াছে। তৎপর মহাদেব নির্বাণস্বরূপ-প্রাপ্তির উপায় বলিয়াছেন।

তৃতীয় পটলে-দেবীকর্তৃক কুল্লকা, সেতু, মহাসেতু, নির্বাণ, এবং অন্যান্য জপাঙ্গবিষয়ক প্রশ্ন এবং ঈশ্বর কর্তৃক উত্তরদানাবসরে তারা প্রভৃতি কতিপয় দেবতার কুল্লুকা কথিত হইয়াছে (গ্রন্থান্তরে "কুল্লুকা" এরূপ বর্ণবিন্যাসও দেখিতে পাওয়া যায়)।

চতুর্থ পটলে-ঈশ্বরকর্তৃক কুল্লুকা প্রভৃতি জপের স্থান নির্দেশপূর্বক বর্ণ- বিশেষের পক্ষে সেতুস্বরূপ, দেবতাবিশেষের মহাসেতু এবং পারিভাষিক নির্বাণের লক্ষণ কথিত হইয়াছে।

পঞ্চম পটলে-ঈশ্বরকর্তৃক জপাঙ্গ মুখশোধনমন্ত্র কথিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পটলে-ঈশ্বরকর্তৃক প্রাণযোগ, দীপনী, অশৌচভঙ্গ ও জপক্রম উক্ত হইয়াছে। সরস্বতীতন্ত্রে যে সকল জপাঙ্গ উক্ত হইয়াছে তদ্ভিন্ন আরও জপের ইতি- কর্তব্যতা গ্রন্থান্তরে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সাধকগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্লোকসূচী

সরস্বতীতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।
শতকোটিজপেনাপি তস্য বিদ্যা ন সিধ্যতি[১] ॥ ১
মহাদেব মহাদেব ইতি যৎ পূর্ব্বসূচিতম্।
এতত্তত্ত্বং মহাদেব কৃপয়া বদ শঙ্কর ॥ ২

ঈশ্বর উবাচ[২] —

মন্ত্রার্থং পরমেশানি সাবধানাবধারয়।
তথাচ মন্ত্রচৈতন্যং নির্ব্বাণমুত্তমোত্তমম্ ॥ ৩
প্রসঙ্গাৎ পরমেশানি নিগদামি তবাজ্ঞয়া।
মূলাধারে মূলবিদ্যাং ভাবয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৪

পার্বতী বলিলেন—হে মহাদেব। যে জন মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য এবং যোনি - মুদ্রা জানে না, শতকোটি জপের দ্বারাও তাঁহার বিদ্যা (ইষ্টমন্ত্র) সিদ্ধ হয় না। আপনি পূর্বে এইরূপ যে সূচনা করিয়াছিলেন, হে শঙ্কর ! সে তত্ত্ব কৃপাপূর্বক বলুন। ১–২

ঈশ্বর বলিলেন— হে পরমেশ্বরি। তুমি সাবধান হইয়া মন্ত্রার্থ এবং মন্ত্রচৈতন্য শ্রবণ কর।হে পরমেশ্বরি ! তোমার আজ্ঞানুসারে প্রসঙ্গত

১। তস্য সিদ্ধি র্ন জায়তে। ক।

২। মহাদেব উবাচ। খ।

খ পুস্তকে মহাদেব উবাচ ইত্যনন্তরম্—
শৃণু দেবি পরেশানি সাবধানাবধারয়।
তথাচ মন্ত্রচৈতন্যং তৎপ্রকারং সুদুর্লভম্ ॥
গোপনীয়ং পরেশানি নিগদামি তবাজ্ঞয়া ॥ ইত্যধিকঃ

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং ভাবয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
ভাবয়েদক্ষরশ্রেণী-মিষ্টবিদ্যাং সনাতনীম্॥ ৫
মুহূর্ত্তার্দ্ধং বিভাব্যৈতাং পশ্চাদ্ধ্যানপরো ভবেৎ।
ধ্যানং কৃত্বা মহেশানি মুহূর্ত্তার্দ্ধং ততঃ পরম্॥ ৬
ততো জীবো মহেশানি মনসা কমলেক্ষণে।
স্বাধিষ্ঠানং ততো গত্বা ভাবয়েদিষ্টদেবতাম্॥ ৭
বন্ধূ কারুণসঙ্কাশাং জবাসিন্দূরসন্নিভাম্।
বিভাব্য অক্ষরশ্রেণীং পদ্মমধ্যগতাং পরাম্। ৮
ততো জীবঃ প্রসন্নাত্মা পক্ষিণা সহ সুন্দরি।
মণিপূরং ততো গত্বা ভাবয়েদিষ্টদেবতাম্॥ ৯
বিভাব্য অক্ষরশ্রেণীং পদ্মমধ্যগতাং পরাম্ ।
শুদ্ধহাটকসঙ্কাশাং শিরপদ্মোপরি স্থিতাম্॥ ১০
ততো জীবো মহেশানি পক্ষিণা সহ পার্ব্বতি।
হৃৎপদ্মং প্রযযৌ শীঘ্রং নীরজায়তলোচনে॥ ১১

উৎকৃষ্টতম নির্বাণও বলিব। মূলাধার পদ্মে অবস্থিত মূল বিদ্যাকে (কুলকুণ্ডলিনীকে) ইষ্টদেবতা-রূপে চিন্তা করিবে। ৩–৪

পরমেশ্বরকে শুদ্ধ স্ফটিকের মত শুভ্রবর্ণ-রূপে ভাবনা করিবে। সেই মূলাধারপদ্মমধ্যে স্থিত অক্ষরশ্রেণীকে (ব শ ষ স) সনাতনী (অবিনাশিনী) ইষ্ট বিদ্যারূপে চিন্তা করিবে। ৫

জীব মুহূর্তকাল ইঁহাকে চিন্তা করিয়া পশ্চাৎ ধ্যানরত হইবে। হে মহেশ্বরি। হে কমলনেত্রে। তৎপর স্বাধিষ্ঠানচক্রে মনের সহিত গমন করিয়া ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করিবে, স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত বন্ধূকে অরুণ জবাপুষ্প ও সিন্দুর ইহাদের মত গাঢ় রক্তবর্ণ অক্ষরশ্রেণীকে (ব ভ ম য র ল) ইষ্টদেবতারূপে ভাবনা করিয়া প্রসন্নচিত্ত হইবে। হে সুন্দরি। অনন্তর সেই প্রসন্নমনা জীব মনের সহিত মণিপুরপদ্মে গমন করিয়া ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করিবে। ৬—৯

মণিপুরচক্রে দশদল পদ্মমধ্যস্থিত বিশুদ্ধ স্বর্ণবর্ণ অক্ষরশ্রেণীকে (ড হইতে ফ পর্যন্ত দশবর্ণ) শিরঃপদ্মোপরিস্থিত পরমদেবতারূপে চিন্তা করিবে। হে

ইষ্টবিদ্যাং মহেশানি ভাবয়েৎ কমলোপরি।
বিভাব্য অক্ষরশ্রেণীং মহামরকতপ্রভাম্ ।। ১২
ততো জীবো বরারোহে বিশুদ্ধং প্রযযৌ প্রিয়ে।
তৎপদ্মগহনং গত্বা পক্ষিণা সহ পার্ব্বতি ।। ১৩
ইষ্টবিদ্যাং মহেশানি আকাশোপরি চিন্তয়েৎ।
পক্ষিণা সহ দেবেশি খঞ্জনাক্ষি শুচিস্মিতে ।। ১৪
ইষ্টবিদ্যাং মহেশানি সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপিণীম্।
বিভাব্য অক্ষরশ্রেণীং হরিদ্বর্ণাং বরাননে ।। ১৫
আজ্ঞাচক্রে মহেশানি ষট্ চক্রে ধ্যানমাচরেৎ।
ষট্ চক্রে পরমেশানি ধ্যানং কৃত্বা শুচিস্মিতে ।। ১৬
ধ্যানেন পরমেশানি যদ্রূপং সমুপস্থিতম্।
তদেব পরমেশানি মন্ত্রার্থং বিদ্ধি পার্ব্বতি ।। ১৭

ইতি সরস্বতীতন্ত্রে প্রথমঃ পটলঃ ॥ ১॥

মহেশ্বরি। হে পদ্মায়তনেত্রে ! অনন্তর জীব পক্ষীর সহিত সত্বর হৃৎপদ্মে গমন করিবে। হে মহেশানি ! ইষ্টবিদ্যাকে পদ্মের উপরিস্থিত রূপে চিন্তা করিবে। তত্রত্য অক্ষর শ্রেণীকে (ক হইতে ঠ পর্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ) মহামরকত মণির সমানবর্ণরূপে চিন্তা করিবে। হে সুন্দরি ! অনন্তর জীব বিশুদ্ধপদ্মে গমন করিবে। হে পার্বতি ! সেই পদ্মে পক্ষীর সহিত গমন করিয়া ইষ্টবিদ্যাকে আকাশের উপরিস্থিত রূপে চিন্তা করিবে। হে দেবেশ্বরি ! হে খঞ্জননেত্রে ! হে শুদ্ধহাস্যে ! হে বরাননে। জীব পক্ষীর সহিত বিশুদ্বচক্রে গমন করিয়া তত্রত্য হরিদ্বর্ণ অক্ষর শ্রেণীকে (ষোড়শ স্বরবর্ণ) সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী ইষ্টবিদ্যারূপে চিন্তা করিবে। তৎপর পক্ষীর সহিত আজ্ঞাচক্রে গমন করিয়া তৎচক্রস্থিত (হ ক্ষ) অক্ষরের সহিত অভেদ রূপে ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করিবে। হে শুচিস্মিতে ! এইরূপে ক্রমে ষট্চক্রে ধ্যান করিবে। ষটচক্রে ধ্যানের দ্বারা যে-রূপ সমুপস্থিত হয়, অর্থাৎ প্রতিভাত হয়, হে পার্বতি ! তাহাকেই মন্ত্রার্থ বলিয়া অবগত হও। ১০–১৭

সরস্বতীতন্ত্রে প্রথম পটল সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

ঈশ্বর উবাচ—

তথাচ মন্ত্রচৈতন্যং লিঙ্গাগমে প্রকাশিতম্[১]।
যোনিমুদ্রা ময়াখ্যাতা পুরা তে রুদ্রযামলে ॥ ১
ইদানীং শ্রুয়তাং দেবি নির্ব্বাণং যেন বিন্দতি।
প্রপঞ্চোঽপি ততো ভূত্বা জীবস্তু পক্ষিণা সহ ॥ ২
প্রযযৌ পরমং রম্যং নির্ব্বাণং পরমং পদম্।
সহস্রারং শিবং পূজ্যং তন্মধ্যে শাশ্বতী পুরী[২] ॥ ৩
তাস্তু দেবি পুরীং বিদ্ধি সর্ব্ব শক্তিময়ীং প্রিয়ে।
পক্ষিণা সহ দেবেশি জীবঃ শীঘ্রং প্রয়াতি হি। ৪
বিভাব্য অক্ষরশ্রেণী-মমৃতার্ণবশায়িনীম্।
সদাশিবপুরং রম্যং কল্পবৃক্ষতলস্থিতম্ ॥ ৫

ঈশ্বর বলিলেন-হে দেবি। মন্ত্রচৈতন্য কাহাকে বলে তাহা লিঙ্গাগমে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্বে রুদ্রযামল তন্ত্রে আমি যোনিমুদ্রাস্বরূপ তোমার নিকট বলিয়াছি, এখন যাহার দ্বারা নির্বাণ অর্থাৎ পরম সুখ, প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ কর। অনন্তর জীব প্রপঞ্চরূপ হইয়া অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চকে নিজের সহিত অভেদরূপে চিন্তা করিয়া পক্ষীর সহিত নির্বাণরূপ পরমপদে গমন করিবে। সহস্রার অর্থাৎ শিরঃস্থিত সহস্রদলপদ্ম মঙ্গলময় এবং পূজ্য অর্থাৎ ইষ্টচিন্তার উৎকৃষ্ট স্থান, তন্মধ্যে নিত্যপুরী আছে। হে দেবি ! হে প্রিয়ে ! সেই পুরীকে তুমি সর্বশক্তিময়ী বলিয়া মনে কর, অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চের নির্মাণো- পযোগী যাবতীয় সামগ্রী ইহাতে রহিয়াছে এমত মনে কর। পক্ষীর সহিত অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর সহিত জীব সত্বর সেই পুরীতে গমন করিবে। ১–৪
অনন্তর অক্ষরশ্রেণীকে অমৃতসমুদ্রে শায়িতরূপে চিন্তা করিয়া বক্ষ্যমাণ বিষয় চিন্তা করিবে। হে কমলাননে। কল্পবৃক্ষের তলে মনোরম সদাশিবপুর,

---

১। তথাপি মন্ত্রচৈতন্যং আগমেঽপি প্রকাশিত। গ।

২। সহস্রারে স্থিতং পদ্মং তন্মধ্যে শাশ্বতীং পুরীম্। গ।

নানারত্নসমাকীর্ণং তন্মূলং কমলাননে।
বৃক্ষঞ্চ পরমেশানি সততং ত্রিগুণাত্মকম্॥ ৬
পঞ্চভূতাত্মকং বৃক্ষং চতুঃশাখাসমন্বিতম্।
চতুঃশাখাং চতুর্ব্বেদং[১] চতুর্বিংশতিতত্ত্বকম্॥ ৭
চতুর্ব্বর্ণযুতং পুষ্পং শুক্লং রক্তং শুচিস্মিতে।
পীতং কৃষ্ণং মহেশানি পুষ্পদ্বয়ং পরং শৃণু॥ ৮
হরিতঞ্চ মহেশানি বিচিত্রং সর্ব্বমোহনম্।
ষটপুষ্পানি মহেশানি ষড় দর্শনমিদং স্মৃতম্॥ ৯
অন্যানি ক্ষুদ্রশাস্ত্রাণি শাখানি মীনলোচনে।
তানি সর্ব্বাণি পত্রাণি সর্ব্বশাস্ত্রাণি চেশ্বরি[২]॥ ১০
ইতিহাসপুরাণানি সর্ব্বাণি বৃক্ষসংস্থিতম্।
ত্বগস্থিমেদমজ্জানি বৃক্ষশাখানি যানি চ॥ ১১

(শিবস্থান) সেই কল্পবৃক্ষের মূল নানাবিধ রত্নের দ্বারা ব্যাপ্ত, হে পরমেশ্বরি। সেই বৃক্ষ সর্বদাই ত্রিগুণাত্মক, অর্থাৎ সত্ত্ব-রজ-স্তমোময়, সেই বৃক্ষ পঞ্চভূতময় এবং চারিটি শাখাযুক্ত, ঋক্ সাম যজু ও অথর্ব, এই চারি বেদই ইহার চারি শাখা, সেই বৃক্ষই আবার চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মক। ৫–৭

হে শুদ্ধহাস্যে! সেই বৃক্ষের পুষ্প চারি প্রকার বর্ণযুক্ত। হে মহেশ্বরি। পুষ্পের চারিবর্ণ, শুক্ল রক্ত পীত ও কৃষ্ণ। হে মহেশ্বরি! অপর দুই প্রকার পুষ্প আছে, তাঁহা শ্রবণ কর। সেই পুষ্পদ্বয় হরিদ্বর্ণ এবং বিচিত্রবর্ণ অর্থাৎ নানাবর্ণ, তাহা সকলের মনোমুগ্ধকর। হে মহেশ্বরি! বর্ণিত ষট পুষ্পই ষড় দর্শন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। হে মীননেত্রে! অন্য ক্ষুদ্র শাস্ত্র সকল বৃক্ষের শাখা অর্থাৎ ছোট ডাল, (কারণ পূর্বে চতুর্বেদই চতুঃশাখারূপে বর্ণিত হইয়াছে। এবং ক্ষুদ্র শাস্ত্রসমূহ বৃক্ষের পত্র বলিয়াও বিবেচিত হইয়াছে)। ৮–১০

ইতিহাস পুরাণসমূহ বৃক্ষস্থিত ত্বক্-অস্থি-মেদ-মজ্জাস্বরূপ। হে দেবেশি।

১। চতুঃশাখা চতুর্ব্বেদম্। ক।

২। শাস্ত্রাণি চ মহেশ্বরি। ক।

তানি সর্ব্বাণি দেবেশি ইন্দ্রিয়াণি প্রকীর্ত্তিতম্।
সর্ব্বশক্তিময়ং দেবি বিদ্ধি ত্বং মীনলোচনে ।। ১২
এবম্ভূতং মহাবৃক্ষ-মমরৈঃ পরিশোভিতম্[১]।
কোকিলৈঃ পরমেশানি শোভিতো বৃক্ষপক্ষিভিঃ[২]॥ ১৩
সুশোভিতং দেবগণৈ ধনরত্নাদিকাঙ্ক্ষিভিঃ।
এবং কল্পদ্রুমং ধ্যাত্বা তদধো রত্নবেদিকাম্॥ ১৪
তত্রোপরি[৩] মহেশানি পর্য্যঙ্কং ভাবয়েৎ প্রিয়ে।
সূক্ষ্মং হি পরমং দিব্যং পর্য্যঙ্কং সর্ব্বমোহনম্॥ ১৫
চন্দ্রকোটিসমং দেবি সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।
শীতাংশুরশ্মিসংযুক্তং নানাগন্ধসুমোদিতম্॥ ১৬
নানাপুষ্পসমূহেন রচিতং হেমমালয়া।
ততঃ পরং মহেশানি যোগিনীকোটিবেষ্টিতম্॥ ১৭

বৃক্ষের শাখা প্রভৃতি সমস্তই ইন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে মীননেত্রে। তুমি উক্ত বৃক্ষকে সর্বশক্তিময় বলিয়া জান। ১১–১২

হে পরমেশ্বরি। এই প্রকার মহাবৃক্ষ অমরগণের দ্বারা পরিশোভিত এবং কোকিল প্রভৃতি বৃক্ষবাসি পক্ষিগণের দ্বারা সুশোভিত। ১৩

ধনরত্নাদিকামী দেবগণের দ্বারা সুশোভিত এই প্রকার কল্পবৃক্ষ চিন্তা করিয়া তাহার নিম্নে রত্নময় বেদিকা চিন্তা করিবে। হে মহেশ্বরি ! হে প্রিয়ে ! সেই কল্পবৃক্ষের উপরে একটি পর্যঙ্ক (খাট) চিন্তা করিবে। সেই পর্যঙ্ক অতি সুক্ষ্ম দিব্য এবং সর্বজন-মনোহর। ১৪–১৫

হে দেবি ! সেই পর্যঙ্ক কোটিচন্দ্রসদৃশ এবং কোটিসূর্যের সমান প্রভাযুক্ত, চন্দ্রের কিরণসংযুক্ত এবং নানা প্রকার সুগন্ধের দ্বারা আমোদিত। ১৬

সেই পর্যঙ্ক নানাজাতীয় পুষ্পসমূহের দ্বারা রচিত এবং স্বর্ণমালাবিশিষ্ট। হে মহেশ্বরি ! তৎপর সেই পর্যঙ্ক কোটিসংখ্যক যোগিনী কর্তৃক বেষ্টিত।

১। পরিসেবিতম্। ক।

২। কোকিলা পরমেশানি শোভিতা বৃক্ষপক্ষিভিঃ। ক।

৩। তস্যোপরি। খ।

যোগিনীমূখগন্ধেন[১] ভ্রমরাঃ প্রপতন্তি চ।
যোগিনী মোহিনী সাক্ষাৎ বেষ্টিতং কমলেক্ষণে॥ ১৮
অত্যন্তকোমলং স্বচ্ছং শুদ্ধফেনসমং প্রিয়ে।
পর্য্যঙ্কঃ পরমেশানি সদাশিবঃ স্বয়ং পুনঃ[২]॥ ১৯
জীবঃ পুষ্পং বসেদ্ দেবি[৩] ভাবয়েত্তব পার্ব্বতি।
সদাশিবং মহেশানি তন্মহাকুণ্ডলীযুতম্॥ ২০
কামিনীকোটিসংযুক্তং চামরৈ- র্হ স্তসংস্থিতম্।
এবং বিভাব্য মনসি সদা জীবঃ শুচিস্মিতে।। ২১
যস্য যস্য মহেশানি যদিষ্টং কমলাননে।
তস্য জ্ঞানসমাযুক্তো মনসা পরমেশ্বরি॥ ২২
জীবো ধ্যানপরো ভূত্বা জপেদস্য শতং প্রিয়ে।
মন্ত্রাক্ষরং মহেশানি মাতৃকাপুটিতং ক্রমাৎ॥ ২৩

সেই যোগিনীদিগের মুখগন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ পতিত হয়। হে কমলবদনে! ষৎকর্তৃক পর্যঙ্ক বেষ্টিত, সেই যোগিনী সাক্ষাৎ মোহিনী স্বরূপ। ১৭-১৮

হে প্রিয়ে! সেই পর্যঙ্ক অত্যন্ত কোমল এবং বিশুদ্ধ ফেণার মত স্বচ্ছ। হে পরমেশ্বরি! স্বয়ং সদাশিবই পর্যঙ্ক স্বরূপ। ১৯

হে দেবি! জীব পুষ্পে বাস করিবে এবং তোমার চরণ ভাবনা করিবে। হে মহেশ্বরি! মহাকুণ্ডলীযুক্ত সদাশিবই সেই পুষ্প বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। ২০

হে শুদ্ধহাস্যে! সেই সদাশিব কোটি কামিনীসংযুক্ত, কামিনীদিগের হস্তে চামর ধৃত হইয়াছে। জীব সর্বদা এইরূপ চিন্তা করিয়া অবস্থান করিবে। ২১

হে মহেশানি! হে পরমেশ্বরি! হে কমলবদনে! যাহার যাহার যে ইষ্ট

১। মুখপদ্মে চ। গ। ২। স্বয়ং প্রিয়ে। খ।
৩। বসেদ্দেবি। পাটান্তরম্।

কৃত্বা জীবঃ প্রসন্নাত্মা জপেদস্য শতং প্রিয়ে।
যৎসংখ্যাপরমারেণৌ পার্থিবে পরিবর্ত্ততে।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২৪

ইতি সরস্বতীতন্ত্রে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥ ২ ॥

মনে মনে তাহার জ্ঞানযুক্ত হইয়া জীব ধ্যানরত হইয়া ইষ্টদেবের মন্ত্রাক্ষর মাতৃকাবর্ণের দ্বারা ক্রমে পুটিত করিয়া শতবার জপ করিবে। ২২ - ২৩
জীব প্রসন্নচিত্ত হইয়া ইষ্ট মন্ত্র শতবার জপ করিবে, (তাহা হইলে) পার্থিব পরমাণুতে যত সংখ্যা আছে, তাবৎ সহস্র বৎসর পর্যন্ত জীব শিবলোকে বাস করিতে পারিবে। ২৪

সরস্বতীতন্ত্রে দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত। ২।

তৃতীয়ঃ পটলঃ

দেব্যুবাচ—

কুল্লুকা কীদৃশী নাথ সেতুর্ব্বা কীদৃশো ভবেৎ।
কীদৃশো বা মহাসেতু-নির্ব্বাণং ত্বথ কীদৃশম্॥ ১
অন্যদ্বা কথিতং যন্মে কীদৃশং তদ্বদস্ব মে॥ ২

ঈশ্বর উবাচ—-

গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং দেবি তব স্নেহেন কথ্যতে।
বিনা যেন মহেশানি নিষ্ফলঞ্চ জপাদিকম্॥ ৩
তারায়াঃ কুল্লুকা দেবি মহানীলসরস্বতী।
পঞ্চাক্ষরী কালিকায়াঃ কুল্লুকা পরিকীর্ত্তিতা॥ ৪
কালী-কুর্চ্চ-বধূ-মায়া ফট্‌কারান্তা মহেশ্বরি[১]।
ছিন্নায়াস্তু মহেশানি কুল্লু কাষ্টাক্ষরী ভবেৎ[২]॥ ৫

দেবী বলিলেন- হে প্রভো! কুল্লকা কি প্রকার? সেতু, মহাসেতু এবং নির্বাণই বা কি প্রকার? জপের অন্যান্য অঙ্গ আমার নিকট যাহা সাধারণতঃ বলিয়াছেন, তাহাই বা কি প্রকার? সেই সমস্ত বিষয় আমার নিকট বিশেষ করিয়া বলুন। ১–২

ঈশ্বর বলিলেন—হে দেবি! যাহা ব্যতীত জপ প্রভৃতি সমস্তই নিষ্ফল হয়, তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ অতি গুহ্যতম সেই সমস্ত বিষয় কথিত হইতেছে। ৩

হে দেবি! মহানীলসরস্বতীর বীজ (হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ) সমস্ত তারামন্ত্রের কুল্লাকা বলিয়া কথিত হইয়াছে। পঞ্চাক্ষরীমন্ত্র কালিকাদেবীর কুল্লকারূপে কথিত হইয়াছে। ৪

হে মহেশ্বর! কালীবীজ কূটবীজ বধুবীজ ও মায়াবীজ, ইহাদের অন্তে ফট্‌কার যুক্ত হইলে যে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র হয়, তাহাই কালীদেবীর মন্ত্রের কুল্লকা

১। কালীকুর্চ্চবধূর্মায়া। ক। কালীকুর্চ্চং বধূর্মায়া। খ।

২। মতা (ক)।

বজ্রবৈরোচনীয়ে চ অন্তে বর্ম্ম প্রকীর্ত্তয়েৎ[১]।
সম্পপ্রদায়াঃ প্রথমং ভৈরব্যাঃ কুল্লুকা ভবেৎ ॥ ৬
শ্রীমত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ কুল্লুকা দ্বাদশাক্ষরী।
বাগ্ ভবং প্রথমং বীজং কামবীজমনন্তরম্ ॥ ৭
লক্ষ্মীবীজং ততঃ পশ্চাৎ ত্রিপুরে চেতি তৎ পরম্[২]।
ভগবতীতি তৎপশ্চাৎ[৩] অন্তে ঠদ্বয়মুদ্ধরেৎ ॥ ৮
অথবা কামবীজঞ্চ কুল্লুকা পরিকীর্ত্তিতা।
প্রাসাদৰীজং শম্ভোশ্চ মঞ্জুঘোষে ষড়ক্ষরম্ ॥ ৯

(ক্রীং হূঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ ফট্)। হে মহেশানি। অষ্টাক্ষরী মন্ত্র ছিন্নমস্তাদেবীর কুল্লুকা অভিপ্রেত হইয়াছে। বজ্রবৈরোচনীয়ে, এই পদ উচ্চারণ করিয়া তাহার অন্তে ফট্-কার উচ্চারণ করিবে, ইহাতেই অষ্টাক্ষর হয়, (বজ্রবৈরোচনীয়ে ফট্)। ভৈরবীর প্রথম বীজ সম্পৎপ্রদার (ধনদার) কুল্লকা বলিয়া অভিপ্রেত হইয়াছে। ৫–৬

দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র শ্রীমত্রিপুরসুন্দরী দেবীর কুল্লাকা বলিয়া অভিপ্রেত হইয়াছে। প্রথম বাগ্ভববীজ, তৎপর কামবীজ, তৎপর লক্ষ্মীবীজ, তৎপর 'ত্রিপুরে' এই পদ (ক পুস্তকের মূল এবং টিপ্পনীর মতে, ত্রিপুরা) অনন্তর ভগবতি পদ, (ক পুস্তকের মতে, ভগবতী) তৎপর 'স্বাহা' উচ্চারণ করিবে, ইহাতে দ্বাদশাক্ষরী কুল্লুকা হয়, (ঐং ক্লীং শ্রীং ত্রিপুরে ভগবতি স্বাহা)। ৭–৮

অথবা কেবল কামবীজও (ক্লীং) ত্রিপুরাদেবীর কুল্লুকা বলিয়া কথিত হইতে পারে। প্রাসাদ বীজ (হৌং) শিবমন্ত্রের কুল্লুকা বলিয়া বিবেচিত

১। তারং বজ্রপদং প্রোক্ত্বা বৈরোচনীয়ে পরমেশ্বরি।
বর্মাস্ত্রবহ্নিললনা অন্তে বর্ম্ম প্রকীর্ত্তয়েং। ক। ভ্রান্তঃ পাঠঃ।

২। ত্রিপুরা চেতি তৎপরম্। ক। ত্রিপুরে চ ততঃ পরম্। গ।
লজ্জাবীজং ততঃ পশ্চাৎ ত্রিপুরেতি ততঃ পরম্। পাঠান্তরম্।

৩। ভগবতী ততঃ পশ্চাৎ। ক।

একার্ণা ভুবনেশ্বর্য্যা বিষ্ণোঃ স্যাদষ্টবর্ণকম্।
নমো নারায়ণায়েতি প্রণবাদ্যা চ কুলুকা॥ ১০
মাতঙ্গ্যাঃ প্রথমং বীজং মায়া ধূমাবতীং প্রতি।
বালায়াশ্চ বধূবীজং[১] লক্ষ্ম্যাশ্চ নিজবীজকম্॥ ১১
সরস্বত্যা বাগ্‌ভবঞ্চ অন্নদায়া অনঙ্গকম্।
অপরেষাঞ্চ দেবানাং[২] মন্ত্রমাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।। ১২
ইয়ন্তে কথিতা দেবি সংক্ষেপাৎ কুল্লুকা ময়া।
অজ্ঞাত্বা কুল্লুকামেতাং যো জপেদধমঃ প্রিয়ে।। ১৩

হইয়াছে। ষড়ক্ষর মন্ত্র মঞ্জুঘোষ মন্ত্রের কুল্লুকা রূপে কথিত হইয়াছে (ওঁ নমঃ শিবায়) (ক পুস্তকের মতে, হরচরণধীং)। ৯

একাক্ষর মন্ত্র (হ্রীঁ) ভুবনেশ্বরীর কুল্লুকা বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিষ্ণুমন্ত্রের কুল্লুকা অষ্টাক্ষর মন্ত্র। 'নমো নারায়ণায়' ইহার আদিতে প্রণব যুক্ত করিলেই অষ্টাক্ষর কুল্লুকা হয় (ওঁ নমো নারায়ণায়)। ১০

প্রথম বীজ অর্থাৎ বেদাদি বীজ (ওঁ) মাতঙ্গী দেবীর কুল্লুকা এবং মায়াবীজ (হ্রীঁ) ধুমাবতী দেবীর কুল্লুকা বলিয়া কথিত হইয়াছে। বালা মন্ত্রের (খ পুস্তকের মতে বগলামন্ত্রের) কুল্লুকা বধূবীজ (স্ত্রীং) এবং লক্ষ্মী মন্ত্রের কুল্লকা লক্ষ্মীর নিজবীজ (শ্রীং)। ১১

সরস্বতী মন্ত্রের কুল্লুকা সরস্বতীর নিজবীজ (ঐঁ) এবং অন্নদার কুল্লুকা কামবীজ (ক্লীং) কথিত হইরাছে। অন্যান্য দেবতার স্ব স্ব মন্ত্রই কুল্লকা। ১২

হে দেবি ! তোমার নিকট সংক্ষেপতঃ মৎকর্তৃক এই কুল্লকা কথিত হইল। হে প্রিয়ে ! যে অধম মানব এই কুল্লুকা অবগত না হইয়া মন্ত্র জপ

১। বগলায়া বধূবীজং। খ।

২। অপরাসাস্তু দেবীনাং। খ।

পঞ্চত্বমাশু লভতে সিদ্ধিহানিস্তু জায়তে[১]।
তথা জপাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রজপেন্মূর্দ্ধি, কুল্লুকাম্[২]॥ ১৪

ইতি সরস্বতীতন্ত্রে তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥ ৩ ॥

করে, সে শীঘ্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার মন্ত্রসিদ্ধির হানি হয়, এবং তাহার জপ প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হয়; ইহাতে কোনও সংশয় নাই। অতএব যত্নপূর্ব্বক মস্তকোপরি কুল্লুকা জপ করিবে। ১৩–১৪

সরস্বতীতন্ত্রে তৃতীয় পটল সমাপ্ত। ৩।

১। সিদ্ধিহানিঃ পদে পদে। ক।

২। ধারয়েন্মূর্দ্ধি, কুল্লুকাম্। খ।

চতুর্থঃ পটলঃ

ঈশ্বর উবাচ—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব ত্বং প্রিয়ংবদে।
যস্যাজ্ঞানেন বিফলং জপহোমাদিকং ভবেৎ॥ ১
কুল্লুকাং মুর্দ্ধ্নি সংজপ্য হৃদি সেতুং বিচিন্তয়েৎ।
মহাসেতুং বিশুদ্ধৌ[১] তু কণ্ঠদেশে সমুদ্ধরেৎ॥ ২
মণিপূরে তু নির্ব্বাণং মহাকুণ্ডলিনীমধঃ।
স্বাধিষ্ঠানে কামবীজং রাকিণী-মূর্দ্ধ্নি সংস্থিতম্॥ ৩
বিচিন্ত্য বিধিবদ্দেবি মূলাধারান্তিকাচ্ছিবে।
বিশুদ্ধান্তাং স্মরেদেবি বিসতন্তুতনীয়সীম্॥ ৪

ঈশ্বর বলিলেন—হে প্রিয়ভাষিণি! যাহা না জানিলে জপ হোম প্রভৃতি সমস্তই বিফল হয়, অনন্তর তাহা বলিব, অধুনা তুমি শ্রবণ কর। ১

মস্তকে কুল্লকা জপ করিয়া হৃদয়ে সেতু চিন্তা করিবে। বিশুদ্ধির জন্য কণ্ঠদেশে মহাসেতু মন্ত্রের উদ্ধার অর্থাৎ উচ্চারণ করিবে। (গ্রন্থান্তরে বিশুদ্ধে তু এই প্রকার পাঠ দেখা যায়। সুতরাং সেই মতে বিশুদ্ধ পদে বিশুদ্ধাখ্য চক্র অভিহিত হইয়াছে)। ২

মণিপূরচক্রে মহাকুণ্ডলিনীর অধোদিকে নির্বাণ চিন্তা করিবে। স্বাধিষ্ঠান- চক্রে রাকিণীশক্তির মন্তকস্থিত কামবীজ চিন্তা করিবে। ৩

হে দেবি! হে শিবে! এই সমস্ত চিন্তা করিয়া মূলাধার চক্র হইতে বিশুদ্ধ চক্র পর্যন্ত স্বণালসূত্র সদৃশ সূক্ষ্মতম কুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিবে। অনন্তর দ্বিজিহ্বান্ত অর্থাৎ সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনীর শেষে অবস্থিত বেদিস্থানকে মূলমন্ত্রের দ্বারা আবৃতরূপে বারবার চিন্তা করিবে। ৪

১। বিশুদ্ধে তু—পুস্তকান্তরে।

বেদিস্থানং দ্বিজিহ্বান্তং মূলমন্ত্রাবৃতং মুহুঃ।
বিপ্রাণাং প্রণবঃ সেতুঃ ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ। ৫
বৈশ্যানাঞ্চৈব ফট্‌কারো মায়া শূদ্রস্য কথ্যতে।
অজপ্তা হৃদি দেবেশি যো বৈ মন্ত্রং সমুচ্চরেৎ ॥ ৬
সর্ব্বে ষামেব মন্ত্রাণা-মধিকারো ন তস্য হি।
মহাসেতুশ্চ দেবেশি সুন্দর্য্যা ভুবনেশ্বরী ॥ ৭
কালিকায়াঃ স্ববীজঞ্চ তারায়াঃ কূর্চ্চবীজকম্।
অন্যাসান্ত বধূবীজং মহাসেতুর্বরাননে ॥ ৮
আদৌ জপ্ত্বা মহাসেতুং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
ধনে ধনেশতুল্যোঽসৌ বাণ্যা বাগীশ্বরোপমঃ ॥ ৯
যুদ্ধে কৃতান্তসদৃশো নারীণাং মদনোপমঃ।
জপকালে ভবেত্তস্য সর্ব্বকালে ন সংশয়ঃ ॥ ১০

ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রণব (ওঁ) সেতু, বৈশ্যের সেতু ফট-কার এবং শূদ্রের মায়াবীজ (হ্রীং) সেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫

হে দেবেশ্বরি ! যে জন হৃদয়ে পূর্বোক্ত মন্ত্র জপ না করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করে, সমস্ত মন্ত্রের জপেই তাহার অধিকার হয় না। ৬

হে দেবেশি ! সুন্দরী দেবীর মহাসেতু ভুবনেশ্বরীর বীজ (হ্রীং), কালীদেবীর মহাসেতু নিজবীজ (ক্রীং) এবং তারাদেবীর কূর্চ্চ (হূং)। ৭

হে বরাননে। অন্য দেবতার পক্ষে বধূবীজ (স্ত্রীং) মহাসেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রথমতঃ মহাসেতু জপ করিয়া অনন্যমনা হইয়া মন্ত্রজপ করিবে। ৮

এই প্রকারে জপ করিলে জপকর্তা ধন বিষয়ে কুবেরতুল্য, কাব্যপ্রয়োগ- বিষয়ে সাক্ষাৎ বাগীশ্বরসদৃর্শ, যুদ্ধব্যাপারে যমতুল্য, এবং রমণীদিগের সমক্ষে কন্দর্পসদৃশ প্রতিভাত হয়। সকল কালই তাহার জপের উপযুক্ত কাল বলিয়া বিবেচিত হয়। (জপকালে এই স্থলে বিভক্তিব্যত্যয়ে প্রথমা বিভক্তির অর্থে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে)। ৯-১০

অথ বক্ষ্যামি নির্ব্বাণং শৃণু সাবহিতাঽনঘে[১]।
প্রণবং পূর্ব্বমুচার্য্য মাতৃকাদ্যং সমুদ্ধরেৎ ॥ ১১
ততো মূলং মহেশানি ততো বাগ্‌ভবযুদ্ধরেৎ।
মাতৃকান্তং সমস্তান্তু পুনঃ প্রণবমুদ্ধরেৎ ॥ ১২
এবং পুটিতমূলন্তু প্রজপেন্মণিপুরকে।
এবং নির্ব্বাণমীশানি[২] যো ন জানাতি পামরঃ ।। ১৩
কল্পকোটিসহস্রেণ তস্য সিদ্ধি র্ন জায়তে ।। ১৪

ইতি সরস্বতীতন্ত্রে চতুর্থঃ পটলঃ ॥ ৪ ॥

হে পাপরহিতে! অনন্তর নির্বাণের স্বরূপ বলিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। প্রথম প্রণব উচ্চারণ করিয়া মাতৃকার আদ্যবর্ণ উচ্চারণ করিবে। হে মহেশ্বরি ! অতন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তৎপর বাগভব বীজ (ঐং) উচ্চারণ করিবে। অনন্তর অং হইতে লং ক্ষং পর্যন্ত সমস্ত মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিবে, পুনরায় প্রণব উচ্চারণ করিবে। উক্ত প্রকারে পুটিত মন্ত্র মণিপুরচক্রে জপ করিবে (ইহারই নাম নির্বাণ) ! হে ঈশ্বরি ! যে পামর এই প্রকার নির্বাণ অবগত নহে, কোটি সহস্র কল্পেও তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। ১১-১৪

সরস্বতীতন্ত্রে চতুর্থ পটল সমাপ্ত। ৪।

১। শৃণু সাবহিতেঽনঘে। ক খ। ২। নির্ব্বাণোঽয়ং মহেশানি। গ।

পঞ্চমঃ পটলঃ

ঈশ্বর উবাচ—

অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি মুখশোধনমুত্তমম্।
যদকৃত্বা[১] মহাদেবি জপ-পূজা বৃথা ভবেৎ ॥ ১
অশুদ্ধজিহ্বা দেবি যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জিহ্বাশোধনমাচরেৎ ॥ ২

দেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব শূলপাণে পিণাকধৃক্।
পৃথক্ পৃথঙ্ , মহাদেব কথয়স্ব দয়ানিধে ॥ ৩
শোধনং সর্ব্ববিদ্যানাং মুখস্য বদ মে প্রভো ।। ৪

মহাদেব উবাচ—

মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যা মুখস্য শোধনং শুভে[২]।
শ্রীবীজং প্রণবো লক্ষ্মী- স্তারঃ শ্রীঃ প্রণবস্তথা ॥ ৫

ঈশ্বর বলিলেন– হে মহাদেবি! যাহা না করিলে জপযজ্ঞ বিফল হয়, মুখশোধন নামক সেই অপর একটি উত্তম জপাঙ্গ বলিব। ১

হে দেবি। যেজন অশুদ্ধ জিহ্বাদ্বারা জপ করে, সে পাপী বলিয়া বিবেচিত হয়, অতএব বিশেষ যত্ন সহকারে জিহ্বা শোধন করিবে। ২

দেবী বলিলেন- হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! হে শূলপাণে ! হে পিণাকধর ! হে দয়ানিধে ! হে প্রভো ! আপনি পৃথক্ পৃথক্ রূপে সমস্ত বিদ্যার মুখশোধন মন্ত্র আমার নিকট বলুন। (এই স্থলে 'কথয়স্ব' এবং 'বদ' একার্থক এই দুইটি ক্রিয়াপদ, শ্রবণ বিষয়ে দেবীর ঔৎসুক্য দ্যোতন করিয়াছে)। ৩-৪

মহাদেব বললেন—হে শোভনে ! মহাত্রিপুরসুন্দরীদেবীর মুখশোধন কথিত হইতেছে। শ্রীবীজ, প্রণব, লক্ষ্মীবীজ, তার (ওঁকার), পুনরায় শ্রীবীজ এবং

১। যন্নকৃতা। ক। ২। মুখস্য শোধনং ভবেৎ। গ।

ইমং ষড়ক্ষরং মন্ত্রং সুন্দর্য্যা দশধা জপেৎ।
শৃণু সুন্দরি শ্যামায়া মুখশোধনমুত্তমম্ ॥ ৬
নিজবীজত্রয়ং দেবি প্রণবত্রিতয়ং পুনঃ।
কামত্রয়ং বহ্নি-বিন্দু-রতি-চন্দ্রখুতং পৃথক্ ॥ ৭
এষা নবাক্ষরী বিদ্যা মুখশোধনকারিণী।
তারায়াঃ শৃণু চার্ব্বঙ্গি অপূর্ব্বমুখশোধনম্ ॥ ৮
জীবনীমধ্যমাং লজ্জাং ভুবনেশীং ততঃ প্রিয়ে।
ত্র্যক্ষরীয়ং মহাবিদ্যা বিজ্ঞেয়ামৃতবর্ষিণী ॥ ৯
দুর্গায়াঃ শৃণু চার্ব্বঙ্গি মুখশোধনমুত্তমম্।
দ্বাদশস্বরমুদ্ধৃত্য বিন্দুযুক্তত্রয়স্তথা ।। ১০

প্রণব (শ্রীং ওঁ শ্রীং ওঁ শ্রীং ওঁ), সুন্দরী বিদ্যার জপাঙ্গমুখশোধনার্থ এই ষড়ঙ্কর মন্ত্র জপ করিবে। হে সুন্দরি ! শ্যামাদেবীর মন্ত্রজপাঙ্গ উত্তম মুখশোধন
শ্রবণ কর। ৫-৬

হে দেবি। নিজৰীজ (ক্রীঁ) তিনটি, প্রণবত্রয় এবং কামত্রয়ে অর্থাৎ তিনটি ক-কারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহ্নি (র), রতি (ঈ) এবং চন্দ্র ও বিন্দু যোগ [১] করিলে যে (ক্রীঁ) বীজ হয় তাহার তিনটি ; (ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ওঁ ওঁ ওঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ) এই নবাক্ষরীবিদ্যা শ্যামাতন্ত্রের মুখশোধনকারিণী বলিয়া কথিত হইয়াছে। মনোহরাঙ্গি ! তারাদেবীর অপূর্ব মুখশোধন শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে। জীবনী- বীজকে (হূঁ) মধ্যস্থানে রাখিয়া তাহার পূর্বে লজ্জাবীজ (হ্রীঁ) ও পশ্চাতে ভুবনেশ্বরী বীজ (হ্রীঁ) উদ্ধৃত করিবে। (হ্রীঁ হূঁ হ্রীঁ) ত্রাক্ষরী এই মহাবিদ্যা অমৃতবর্ষিণী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ৭-৯

হে চার্বঙ্গি ! দুর্গাদেবীর উত্তম মুখশোধন মন্ত্র শ্রবণ কর। বিন্দুযুক্ত তিনটি দ্বাদশ স্বরই (ঐং ঐং ঐং) দুর্গাদেবীর মুখশোধন মন্ত্র। ১০

১। অর্দ্ধচন্দ্রাকার চিহ্নের নাম চন্দ্র এবং তন্মধ্যস্থ বিন্দুর নাম 'বিন্দু'। এই উভয়ের উচ্চারণগত অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে।

অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি বগলামুখশোধনম্।
বাগ্‌ভবং ভুবনেশীঞ্চ বাগবীজং সুরবন্দিতে ॥ ১১
মাতঙ্গ্যাঃ শোধনং দেবি অঙ্কুশং বাগভবন্তথা।
বীজঞ্চাঙ্কুশমেতদ্ধি বিজ্ঞেয়ং ত্র্যক্ষরীয়কম্ ॥ ১২
লক্ষ্ম্যাশ্চ শোধনং দেবি শ্রীবীজং কমলাননে।
দুর্গায়াঃ শোধনে মায়া বাগ্ বীজপুটিতা ভবেৎ ॥ ১৩
দুর্গে স্বাহা পুনর্মায়া বাগ্‌জঞ্চ পুনশ্চ বাক্।
প্রণবং দান্তমুদ্ধৃত্য বামকর্ণবিভূষিতম্ ॥ ১৪
পুনঃ প্রণবমুদ্ধৃত্য ধনদামুখশোধনম্।
এবং মন্ত্রং মহাদেবি ধূমাবত্যা ভবেদপি ॥ ১৫
প্রণবো বিন্দুমান্ দেবি পঞ্চান্তকো গণেশিতুঃ।
বেদাদি গগনং বহ্নি-মনুযুগ্, বিন্দু-চন্দ্রবৎ ।। ১৬

হে সুরপূজিতে ! অপর একটি বিষয় বলিব, বগলাদেবীর উত্তম মুখশোধন মন্ত্র শ্রবণ কর। প্রথম বাগ্‌ভব বীজ, তৎপর ভুবনেশ্বরী বীজ, অনস্তর বাগ্বীজ উদ্ধৃত করিবে ; (ঐং হ্রীং ঐং) ইহাই বগলা মন্ত্রের মুখশোধন। ১১

হে দেবি ! অঙ্কুশ বীজ, বাগ্‌ভববীজ এবং পুনরায় অঙ্কুশবীজ (ক্রোং ঐং ক্রোং) এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র মাতঙ্গীমন্ত্রের মুখশোধন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ১২

হে দেবি ! হে কমলাননে ! শ্রীবীজ (শ্রীঁ) লক্ষ্মীমন্ত্রের মুখশোধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। দুর্গামন্ত্রের মুখশোধনরূপে বাগ্ বীজের দ্বারা পুটিত মায়াবীজ, তৎপর দুর্গে স্বাহা, পুনরায় মায়াবীজ, অনন্তর বাগবীজ, পুনরায় বাগ্ বীজ উচ্চারণ করিবে (ঐঁ হ্রীঁ ঐং দুর্গে স্বাহা হ্রীং ঐং ঐং)। প্রণব উচ্চারণ করিয়া বামকর্ণবিভূষিত (উকারযুক্ত) দান্ত অর্থাৎ ধকার উচ্চারণ করিবে, পুনরায় প্রণবোদ্ধার করিবে ; (ওঁ ধুং ওঁ) ইহা ধনদা মন্ত্রের মুখশোধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে দেবি ! এই মন্ত্রই (ওঁ ধুং ওঁ) ধুমাবতী মন্ত্রেরও মুখশোধন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ১৩-১৫

হে দেবি। প্রণব এবং বিন্দুযুক্ত পঞ্চান্তক অর্থাৎ গকার (ওঁ গং) গণেশ- মন্ত্রের মুখশোধন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ! হে পরমেশ্বরি ! বেদাদিবীজ

দ্ব্যক্ষরং পরমেশানি বিষ্ণোশ্চ মুখশোধনে[১]।
অন্যাসাং প্রণবো দেবি বালাদীনাং প্রকীর্ত্তিতম্।। ১৭
স্ত্রীণাঞ্চ শূদ্রভুল্যং হি মুখশোধনমীরিতম।
মুখশোধনমাত্রেণ জিহ্বামৃতময়ী ভবেৎ ॥ ১৮
অন্যথা মূত্রবিড়্ যুক্তা জিহ্বা ভবতি সর্ব্বদা।
ভক্ষণৈ র্দূষিতা জিহ্বা মিথ্যাবাক্যেন দূষিতা ॥ ১৯
কলহৈ র্দূষিতা জিহ্বা তৎ কথং প্রজপেন্মনুম্।
তৎশোধনমনাচর্য্য ন জপেৎ পামরঃ ক্বচিৎ ॥ ২০
শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবাদেঃ সর্ব্বস্যাবশ্যমেব চ।
অন্যথা প্রজপেন্মন্ত্রং মোহেন যদি ভাবিনি।। ২১

(ওঁ) এবং বহ্নিবীজ (রং), মনু (ঔ), বিন্দু ও চন্দ্র এই সমস্তযুক্ত গগন হ্-কার ; (ওঁ হৌঁ) এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র বিষ্ণুমন্ত্রের মুখশোধনে বিহিত হইয়াছে। বালা প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার মুখশোধনে প্রণব (ওঁ) বিহিত হইয়াছে। ১৬—১৭

স্ত্রীলোকের পক্ষে শূদ্রের তুল্য মুখশোধন বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা প্রণবের পরিবর্তে দীর্ঘপ্রণব (ঔঁ) এবং স্বাহা-র পরিবর্তে নমঃ পদ প্রযুক্ত করিবে। মুখশোধন ক্রিয়ার দ্বারা জিহ্বা তৎক্ষণাৎ অমৃতময়ী হইয়া থাকে। ১৮

মুখশোধনানুষ্ঠান ব্যতীত জিহ্বা সর্বদাই বিষ্ঠামূত্রযুক্তের মত অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ অভক্ষ্য ভক্ষণের দ্বারা, মিথ্যাবাক্য কথনের দ্বারা এবং কলহের দ্বারা জিহ্বা দূষিত হয়। অতএব এই প্রকার অপবিত্র জিহ্বা দ্বারা সাধক কি প্রকারে মন্ত্র জপ করিবে ? পাপযুক্ত মানব কখনও জিহ্বাশোধন না করিয়া মন্ত্রজপ করিবে না। ১৯–২০

শৈব শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলের পক্ষেই এই নিয়ম বুঝিতে হইবে। হে ভাবিনি ! মানব যদি মোহবশতঃ জিহ্বা শোধন ব্যতীত মন্ত্রজপ করে, তবে

১। মুখশোধনম্। গ।

সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি মন্ত্রসিদ্ধি র্ন জায়তে।
অন্তে নরকবাসী চ ভবেৎ সোঽপি ন চান্যথা ॥ ২২
দেবো যদি জপেন্মন্ত্রং ন কৃত্বা মুখশোধনম্[১]।
পতনং তস্য দেবেশি কিং পুনর্ম্মর্ত্ত্যবাসিনাম্ ।। ২৩

ইতি সরস্বতী-তন্ত্রে পঞ্চমঃ পটলঃ ॥ ৫ ॥

তাহার সমস্ত অনুষ্ঠানই বিফল হয়, মন্ত্রসিদ্ধি হয় না এবং সেই ব্যক্তি পরিণামে নরকবাসী হয়, ইহাতে অন্তথা হয় না। ২১–২২

হে দেবেশি। দেবতাও যদি মুখশোধন না করিয়া মন্ত্র জপ করেন, তবে তাহারও পতন অবশ্যম্ভাবী, মর্ত্যবাসী মানবদিগের পক্ষে আর কথা কি ?

সরস্বতীতন্ত্রে পঞ্চম পটল সমাপ্ত। ৫।

অজ্ঞাত্বা মুখশোধনম্। খ।

ষষ্ঠঃ পটলঃ

ঈশ্বর উবাচ—

অথ বক্ষ্যামি দেবেশি প্রাণযোগং শৃণুষ্ব মে।
বিনা প্রাণং যথা দেহঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ ॥ ১
বিনা প্রাণং তথা মন্ত্রঃ পুরশ্চর্য্যাশতৈরপি।
মায়য়া পুটিতো মন্ত্রঃ সপ্তধা জপতঃ পুনঃ ॥ ২
সপ্রাণো জায়তে দেবি সর্ব্বত্রায়ং বিধিঃ স্মৃতঃ।
তথৈব[১] দীপনীং বক্ষ্যে সর্ব্বমন্ত্রেষু ভাবিনি ॥ ৩
অন্ধকারগৃহে যদ্ব-ন্ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে।
দীপনীবর্জ্জিতো মন্ত্র-স্তথৈব পরিকীর্ত্তিতঃ ।। ৪
বেদাদিপুটিতং মন্ত্রং সপ্তবারং জপেৎ পুনঃ।
দীপনীয়ং সমাখ্যাতা সর্বত্র পরমেশ্বরি ॥ ৫

ঈশ্বর বলিলেন—হে দেবেশি ! অনন্তর প্রাণযোগ অর্থাৎ মন্ত্রের প্রাণসম্বন্ধ বলিব, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। প্রাণরহিত দেহ যেমন সকল কার্যেই অসমর্থ, সেইরূপ প্রাণরহিত মন্ত্র শত পুরশ্চরণের দ্বারাও সিদ্ধিপদ হয় না। হে দেবি ! মায়া অর্থাৎ হ্রীঁ মন্ত্রের দ্বারা পুটিত করিয়া সাতবার মন্ত্র জপ করিলে সেই মন্ত্র সপ্রাণ হয়, সর্বত্র অর্থাৎ সকল দেবতার মন্ত্রের সম্বন্ধেই এই বিধি উক্ত হইয়াছে। হে ভাবিনি। সকল মন্ত্রের দীপনীমন্ত্র বলিব। অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহমধ্যে যেমন কোন বস্তুই প্রতিভাসিত হয় না , সেইরূপ দীপনী- রহিত মন্ত্রও তত্ত্বপ্রকাশনে সমর্থ হয় না, এমত কথিত হইয়াছে। ১—৪

হে পরমেশ্বরি ! মন্ত্র প্রণবের দ্বারা পুটিত করিয়া সাতবার জপ করিবে, সর্বত্র অর্থাৎ সকল মন্ত্রে ইহাই দীপনী বলিয়া সমাখ্যাত হইয়াছে। ৫

১। অথৈনং। ক।

[জাতসূতকমাদৌ স্যাদন্তে চ মৃতসূতকম্।
সূতকদ্বয়সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স ন সিধ্যতি ॥ ৬
বেদাদিপুটিতং মন্ত্রং সপ্তবারং জপেন্মুখে।
জপস্যাদৌ তথা চান্তে সূতকদ্বয়...] [১] ॥ ৭
অথোচ্যতে জপস্যাত্র ক্রমশ্চ পরমাদ্ভুতঃ।
যং কৃত্বা সিদ্ধিসঙ্ঘানা-মধিপো জায়তে নরঃ ॥ ৮
নতি গুর্ব্বাদীনামাদৌ ততো মন্ত্রশিখাং ভজেৎ [২]।
ততোঽপি মন্ত্রচৈতন্যং মন্ত্রার্থভাবনাং ততঃ [৩] ॥ ৯
গুরুধ্যানং শিরঃপদ্মে হৃদীষ্টধ্যানমাবহন্ [৪]।
কুল্লু কাঞ্চ ততঃ সেতুং মহাসেতুমনন্তরম্ ॥ ১০
নির্ব্বাণঞ্চ ততো দেবি যোনিমুদ্রাবিভাবনাম্।
অঙ্গন্যাসং প্রাণায়ামং জিহ্বা-শোধনমেব চ ।। ১১

মন্ত্রজপের আদিতে অর্থাৎ উপক্রমে জাতকাশৌচ এবং মন্ত্রজপের অন্তে মরণাশৌচ হইয়া থাকে। উক্ত অশৌচযুক্ত মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় না। ৬

উক্ত অশৌচদ্বয়ের নিবৃত্তির জন্য ওঁকার-পুটিত মন্ত্র সাতবার জপ করিবে। ৭

অনন্তর জপের পরমাদ্ভুত ক্রম এইস্থলে কথিত হইতেছে। ইহার অনুষ্ঠানে মানব সকল সিদ্ধির অধীশ্বর হইয়া থাকে। ৮

প্রথমে গুরু প্রভৃতির প্রণাম, অনন্তর মন্ত্র শিখা ভজনা করিবে, তৎপর মন্ত্রচৈতন্য ভাবনা করিয়া পশ্চাৎ মন্ত্রার্থভাবনা করিবে। ৯

শিরঃস্থিত পদ্মমধ্যে গুরুর ধ্যান কর্তব্য। হৃৎপদ্মমধ্যে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে, অনন্তর কুল্লুকা জপ, তৎপর সেতু জপ, তাহার পর মহাসেতু জপ করিবে। হে দেবি। তৎপর নির্বাণ জপ করিয়া পশ্চাৎ যোনিমুদ্রা ভাবনা করিবে। অনস্তর অঙ্গন্যাস, প্রাণায়াম, জিহ্বাশোধন, প্রাণযোগ, দীপনী এবং

১। বন্ধনীমধ্যস্থং বচনদ্বয়ং কেবলং খ পুস্তকে দৃশ্যতে।

২। ভবেৎ। খ গ।

৩। তথা। ক।

৪। ধ্যানমাচরেৎ। খ। শিরঃপদ্মে গুরুধ্যানং হৃদীষ্টধ্যানমাবহন্। গ।
হৃদীষ্টদেবমবিহন্। ক।

প্রাণযোগং দীপনীঞ্চ অশৌচভঙ্গমেব চ।
ভ্রূমধ্যে বা নসোরগ্রে[১] দৃষ্টিং সেতুজপং পুনঃ ॥ ১২
সেতুমশৌচভঙ্গঞ্চ প্রাণায়ামমিতি ক্রমাৎ।
এতত্তে কথিতং দেবি রহস্যং জপকর্ম্মণঃ ॥ ১৩
গোপনীয়ং প্রযত্নেন শপথস্মরণান্মম।
এতত্তন্ত্রং গৃহে যস্য তত্রাহং সুরবন্দিতে।
তিষ্ঠামি নাত্র সন্দেহো গোপ্তব্যমমরেষ্বপি ॥ ১৪
ইতি সরস্বতীতন্ত্রে ষষ্ঠঃ পটলঃ ॥ ৬॥

॥ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥

অশৌচভঙ্গ করিবে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে অথবা নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিহিত করিয়া সেতুজপ করিবে। পুনর্বার অর্থাৎ জপের অন্তে আবার সেতু, অশৌচভঙ্গ এবং প্রাণায়াম, ক্রমে এই সকল অঙ্গের অনুষ্ঠান কর্তব্য। হে দেবি। তোমার নিকট জপকর্মের এই রহস্য কথিত হইল, আমার শপথ স্মরণ করিয়া যত্নপূর্বক এই সকল বিষয় গোপন রাখিবে। হে সুরনমস্কৃতে ! যাহার গৃহে এই তন্ত্র অবস্থিত হয়, সেই স্থলে আমি অবস্থান করি, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দেবতার নিকটও ইহা গোপন রাখিবে। ১০-১৪

সরস্বতীতন্ত্রে ষষ্ঠ পটল সমাপ্ত। ৮।

॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

১। ভ্রূমধ্যে মানসোরগ্রে। খ গ।

মূল্য : পাঁচ টাকা